ফোনে যেমন রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে আপনি অপরের বক্তব্য শুনতে পারেন ঠিক তেমনি পদ্ধতিতেই দূর থেকে মানুষের মাথাকে নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব সাইকোট্রনিক পদ্ধতিতে। একবার জাপান-আমেরিকা বৈঠক হচ্ছিল দু দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীদের মধ্যে, পন্যের আদান প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে। বৈঠক চলাকালিন জাপানের বাণিজ্য মন্ত্রী আলোচনা সভা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বৈঠক ভেস্তে যায়। কারণটা কি? জাপানের বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে তার ওপর মাইন্ড কন্ট্রোল টেকনোলজি প্রয়োগ করা হচ্ছে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বেশী সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য, জাপানের মন্ত্রী সাইকোট্রনিক শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলেন না গোপনীয়তা হেতু। সাইকোট্রনিক পদ্ধতি একই সাথে অনেকের ওপর প্রয়োগ করা যায় যেটাকে mass mind control robotics বলা যেতে পারে।

সত্তরের দশকেই মার্কিন সেনেটে মন নিয়ন্ত্রন নিয়ে সেনেট হিয়ারিং হয়, সেই হিয়ারিং এ শপথ নিয়ে প্রখ্যাত সাইক্রিয়াটিক পিটার ব্রেগেন বলেছিলেন যে "যদি কোনদিন মার্কিন গণতন্ত্র কোন একনায়কের অধীনস্থ হয়, তবে সেই একনায়কের অন্যতম অস্ত্র হবে মন নিয়ন্ত্রন।" সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের ম-তর ম-তর ঘরের কথা মনে পড়ে? আর সেই বিখ্যাত গান "সবাই মিলে ধর গান, হীরকের রাজা ভগবান।" সাইকোট্রনিক পদ্ধতি মগজ ধোলাইয়ের কাজে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়। সাইকোট্রনিক পদ্ধতিতে আদর্শ বা মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যাতে জনগণ ভাবতে শিখবে হীরকের রাজা ভগবান যদি আপনি সেই নব্বই শতাংশ জনগণের মধ্যে পড়েন যাদের ক্ষেত্রে সাইকোট্রনিক প্রযোজ্য। মাত্র দশ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সাইকোট্রনিক প্রযোজ্য নয় তাঁদের মানসিক দৃঢ়তা এবং আদর্শগত অবস্থানের জন্য। সাইকোট্রনিকে আছে হাজার হাজার কোটি টাকা দামের কম্পুটার এবং সেই কম্পুটার, সাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত। ঘুমিয়ে থাকার সময়ে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে স্যাটেলাইট থেকে ছোড়া তরঙ্গ (non ionising radiation beam) মগজ ধোলাই করবে, যে কোন মানুষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার মূলে থাকে নিউরোমডুলেটর নামক এক জাতীয় স্নায়ু রাসায়নিক পদার্থ। মানুষের ঘুমের মধ্যে এক জটিল প্রক্রিয়ায় ঐ নিউরোমডুলেটরকে প্রভাবিত করা হয় বা নিস্ক্রিয় করে দেওয়া হয় তার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে। এবং সেই সুযোগে ইনজেকট করা যায় কুৎসা মতবাদ বা চিন্তা; রাজনীতিতে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারেও সাইকোট্রনিক প্রয়োগ করেন হীরক রাজা। যেমন ধরুন কারগিল নামে এক মার্কিন কোম্পানিকে ভারত থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয় ভারতবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে এবং জনতার রোষে। হীরক রাজা এতে অসন্তুষ্ট হন, ভারতীয়দের এত বড় সাহস কারগিলকে ভারত ছাড়া করেছে? মানচিত্রে হীরক রাজার দেশের বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে বার করেন কাশ্মীর সীমান্তে বরফে ঢাকা এক প্রান্তর যার নাম কারগিল। প্রতীক ঢঙে এইবার সাইকোট্রনিক চালানো হয়, পাকিস্থান হাল্লার রাজার মত কারগিল দখল করে, যুদ্ধ হয়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় দুপক্ষের। গরীব দেশ গরীবতর হয়। এইভাবে হীরক রাজা প্রতীক ঢঙে সাইকোট্রনিকের মাধ্যমে ভারত সরকারকে শিক্ষা দেন।

প্রতিরক্ষা গবেষণায় মন নিয়ন্ত্রন ভারতবর্ষেও টপ সিক্রেট প্রায়োরিটি প্রজেক্ট। ১৯৮৪ সলে রাজীব গান্ধী যখন মৃতা মাতা ইন্দিরাজীর সিংহাসনে আসীন হন, তখন তিনি ভারতকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌছে দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাঁকে ঘিরে ছিলেন যখন কম্পুটার কিডেরা তখন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন রাজীবের মন্ত্রীসভা সদস্য নরসিমহা রাও এবং রাজীবের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম. ভি. অরুণাচলম। সি. আই. এর তেলেগু এজেন্ট চক্র দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে সক্রিয়। এই সব প্রভাবশালী লোকেরা রাজীবকে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত করান যাতে টপ সিক্রেট প্রায়োরিটি প্রজেক্ট হিসাবে ছিল সাইকো-